আমাদের ইতিহাস অত্যাশ্চর্য্য

কুইর এবং ট্রান্স সাউথ এশিয়ান ইতিহাসের একটি সম্পদ

Ministry for Ethnic Communities
Te Tari Mātāwaka

RULE FOUNDATION
rulefoundation.nz

Adhikaar Aotearoa

কপিরাইট এবং উদ্ধৃতি

রিসোর্স কপিরাইট অধিকার আওতারোয়া - © অধিকার আওতারোয়া 2024

শিল্পকর্মের কপিরাইট শোমুদ্রো দাস – © শমুদ্রো দাস ২০২৪

যথাযথ অ্যাট্রিবিউশন না ঘটলে এই সম্পদের কোনো অংশের কোনো প্রজনন অনুমোদিত নয়। একটি প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি হয়:

Bal, V. (2024). Our Histories Are Queer: A Resource of Queer and Trans South Asian Histories. *Adhikaar Aotearoa*.

সুচিপত্র

আর্ট পিস: ফেলোশিপ/ বন্ধু, শমুদ্রো দাস 5

অধিকার আওতারোয়া সম্পর্কে 7

ভূমিকা 10

দৃশ্য নির্ধারণ করা: উপনিবেশ স্থাপনের আগে দক্ষিণ এশিয়ার কুইর এবং ট্রান্স পিপল 14

দ্য বিগ "সি" শব্দ: উপনিবেশ স্থাপন 21

আমাদের পরিচয় 24

কৃতজ্ঞতা সহ সমাপ্তি 32

তথ্যসূত্র 34

ফেলোশিপ/বন্ধু,

শোমদ্রো দাস এর লেখা

কুইর (অত্যাশ্চর্য্য) বন্ধুত্বের মধ্যে যে গভীরতা এবং সৌন্দর্য রয়েছে সে সম্পর্কে কথা বলার উদ্দেশ্যে আমি এই টুকরোটি তৈরি করেছি। ভোন্দু/বন্ধু, বন্ধু। আমার কুইর ((অত্যাশ্চর্য্য)) বন্ধুত্বের মধ্যে আমি যে সাহচর্য, অন্তরঙ্গতা, উষ্ণতা এবং নিঃশর্ত ভালবাসা অনুভব করেছি যা শেষ পর্যন্ত আত্ম-ভালবাসা, আত্ম-স্বীকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। আমি একটি বাঙালি গ্রামের দৃশ্য দেখতে চেয়েছিলাম, ফেনীতে আমার পৈতৃক বাড়ি, আমার নির্বাচিত ওয়ানাউ/পোরিবার দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নিজেকে প্রথমে কুইর (অত্যাশ্চর্য্য) হিসাবে, তারপর বাদামী কুইর (অত্যাশ্চর্য্য) ব্যক্তি হিসাবে, তারপর বাদামী রূপান্তরকামী কুইর (অত্যাশ্চর্য্য) ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করার এই যাত্রায় সাংস্কৃতিক সম্পদের ভিত্তির অভাব রয়েছে যা আমি জানি যে আমার নাগালের বাইরে বিদ্যমান। সুতরাং এখানেই আমাদের অতীত, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। আমাদের পশু বন্ধুদের সাথে এক হওয়া, আমাদের কল্পনাপ্রসূত আত্মাকে আলিঙ্গন করা, লিঙ্গ, পিতৃতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক এবং বৈচিত্র্যময় উপায়গুলি দূর করা।

আপনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন তবে আপনি দেখতে পাবেনঃ একজন কিন্নাড়া নৃত্যরত মহিলাদের তাদের পৃষ্ঠপোষক সন্ত হিসাবে দেখছেন; একজন থাকুরমা মাছের একটি স্কুল পরিচালনা করছেন; আলাউদ্দিনের একটি অদ্ভুত পাঠ; লেসবিয়ান মাসিদের তাদের চা এবং গসিপ রয়েছে; প্লেটোনিক, রোমান্টিক এবং যৌন প্রেমীরা; ঐতিহ্যকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা পালকি বাহক, বিভিন্ন রূপে সমকামী বন্ধুত্ব, সংগীত এবং কৌতুক এবং লিঙ্গের অনেক অভিব্যক্তি।

একজন বাঙালি লিঙ্গ অসঙ্গতিপূর্ণ রূপান্তরকামী ব্যক্তি হিসাবে, নিজেকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য আমার কাছে কেবল ইংরেজি ছিল। আমি আমার ভাষা বাংলার দিকে তাকাই, যেখানে কোনও লিঙ্গভিত্তিক সর্বনাম নেই কিন্তু আমি কে তা নির্ধারণ করার জন্য এখনও কোনও শব্দ

নেই। কেন নিজেকে 'নন বাইনারি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, এমন একটি সংজ্ঞা যার জন্য নেতিবাচকতা এবং স্থিতাবস্থা হিসাবে একটি বাইনারি প্রয়োজন, যখন আমি একটি অতিরিক্ত এবং লিঙ্গের একটি স্বচ্ছলতাকে মূর্ত করতে পারি, যার কোনও সীমা নেই এবং কেবল আমার নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সংজ্ঞায়িত এবং বোঝা যায়?

কুইর (অত্যাশ্চর্য্য) বন্ধুত্বের বিষয়ে কথা বলার অভিপ্রায় নিয়ে আমি এই টুকরোটি তৈরি করেছি, তবে শেষ পর্যন্ত যা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হ 'ল আগে যা এসেছে তার কাঠামোর মধ্যে নিজেকে বোঝার মাধ্যমে নিরাময় আসে। আমার জন্য, এর অর্থ হল এই স্বীকার করা যে আমি আমার অদ্ভুততা, কুইর (অত্যাশ্চর্য্য) বা ক্ষণস্থায়ীতাকে আমার বাদামীতা থেকে আলাদা করতে পারি না, এবং যদিও আমার ভাষায় আমি কে তার জন্য একটি শব্দও নাও থাকতে পারে, আমার মতো লোকেরা সবসময় এখানে ছিল। ট্রান্স মানুষ বিশেষ, আমরা যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা অতিক্রম করি, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা অতিক্রম করতে সক্ষম হই এবং নতুন এবং সুন্দর এবং বাস্তব কিছু তৈরি করতে পারি।

অধিকার আওতারোয়া সম্পর্কে

এই দাতব্য সংস্থার ধারণাটি সঞ্জীবের গল্প থেকে এসেছে, যিনি আওতিয়ারোয়া নিউজিল্যান্ডে একটি ভারতীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে ওঠেন এবং একজন ঘনিষ্ঠ সমকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জানতেন যে তিনি কখনই তাঁর পরিবারের কাছে আসতে পারবেন না, কারণ যদি তিনি তা করেন তবে তিনি তাঁর প্রিয় মানুষদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং অস্বীকৃত হয়ে যাবেন । তাই, অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে যে ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই ভয় নিয়ে সঞ্জীব একটি নির্দিষ্ট উপায়ের ভান করেছিলেন। তিনি মহিলাদের সঙ্গে ডেট করতে শুরু করেন, তাঁর নিকটতম বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন এবং নিজেকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেন যে, যদি তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বিষমকামী হয়ে হয়ে থাকার নাটক করেন, তার আপনজনদের থেকে তিনি প্রত্যাখ্যাত হবেন না। একই অভিজ্ঞতার আওতিয়ারোয়া নিউজিল্যান্ডের হাজার হাজার না হলেও শত শত দক্ষিণ এশীয় এলজিবিটি +মানুষের মধ্যে সঞ্জীব একজন।

দক্ষিণ এশিয়ার, 'অধিকার "শব্দের অর্থ' "অধিকার"। সঞ্জীবের স্বাধীন হওয়ার অধিকার, ভালবাসার অধিকার এবং নিজের মতো হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই সংগঠনটি তৈরি করার মাধ্যমে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ভয় ছাড়াই সমকামী ও রূপান্তরকামী হওয়ার অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করছি। যদিও অধিকার আওতিয়ারোয়া সমস্ত বর্ণের মানুষের জন্য, আমরা বিশেষভাবে দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূতদের সমর্থন করার দিকে মনোনিবেশ করছি। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার যে আটটি দেশের পূর্বপুরুষ।

অধিকার আওতিয়ারোয়া আমাদের তিনটি ফোকাস ক্ষেত্রঃ শিক্ষা, সমর্থন এবং সমর্থন দ্বারা সমর্থিত শণের শিকড় এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে।

শিক্ষা হল জ্ঞান ও তথ্যের উৎপাদন, প্রচার এবং ব্যবহার এমনভাবে করা যা আমাদের সম্প্রদায়ের উপকার করে। আমাদের সমাজে এবং আরও সাধারণভাবে, সমাজে যে তথ্যের ফাঁক রয়েছে তা পূরণ করার মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চারটি ফোকাস ক্ষেত্র রয়েছেঃ এলজিবিটি +বর্ণের মানুষের জন্য তথ্য প্রদান, এলজিবিটি +বর্ণের মানুষের পরিবারের জন্য তথ্য প্রদান, দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এলজিবিটি +ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য শিক্ষা প্রদান।

অ্যাডভোকেসি হ 'ল কোনও নির্দিষ্ট কারণকে সমর্থন ও চালিত করার জন্য আপনার কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা যখন জিনিসগুলি ভুল হয়, বা যখন জিনিসগুলি ঠিক থাকে তবে আরও ভাল হতে পারে। আমাদের কাছে সমর্থন হ 'ল আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলা, তাদের কী প্রয়োজন তা দেখা এবং তা পাওয়া। আমাদের কাছে সমর্থন হ 'ল আমরা যে কাজটি করি তার একটি বড়

আকারের এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে তা নিশ্চিত করা এবং বিশ্বে আমাদের যে আশা এবং পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা প্রকাশ করে।

সমর্থন হ'ল কারও যখন প্রয়োজন হয় তখন আপনি সেখানে আছেন তা নিশ্চিত করা। এটি শোনার, যত্ন নেওয়ার, উৎসাহিত করার এবং গভীর সংযোগের অনুভূতি এবং অভিন্ন রাজনীতি ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে। এটি নিশ্চিত করার বিষয়ে যে কেউ সংযোগ খোঁজার সময় নিজেকে একা বা বঞ্চিত বোধ করবেন না। এটি আত্ম-উপলব্ধির যাত্রায় কারও সঙ্গে ভ্রমণের বিষয়ে।

আমরা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করি (বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, যেখানে দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত অনেক মানুষ বসবাস করে) যাতে আমাদের জনগণ কেবল বেঁচে থাকে না, বরং উন্নতি করতে পারে। আমরা কখনও থামব না।

ভূমিকা

আমরা যে ধরনের সম্পদ তৈরি করতে চেয়েছিলাম সে সম্পর্কে চিন্তা করার সময়, আমরা অধিকার রিপোর্টটি দেখার সিদ্ধান্ত নিই এবং আমাদের সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি কী বলে তা দেখার সিদ্ধান্ত নিই। যে বিষয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমাদের কুইয়ার এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়গুলি যে জাতিগত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশ, তাদের মধ্যে যে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়।

এই বৈষম্য একটি মূল বিশ্বাসের চারপাশে ঘোরে বলে মনে হয়ঃ যে দক্ষিণ এশীয়রা সমকামী, রূপান্তরকামী, লেসবিয়ান বা রূপান্তরকামী এবং রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের কোনও অংশ হতে পারে না, কারণ রূপান্তরকামী বা রূপান্তরকামী হওয়া একটি "সাদা ব্যক্তির জিনিস"। দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ হয়ে, কুইয়ার বা ট্রান্স হওয়া অসম্ভব একটা ব্যাপার।

কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এটা সত্য নয়।

সত্যটি হল, আমাদের জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানুষ চিরকালের জন্য বিদ্যমান। উপনিবেশ স্থাপনের আগে, কুইয়ার এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয়দের গ্রহণ, ভালবাসা এবং এমনকি শ্রদ্ধা করা হত। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের পর, পূর্বে প্রেম এবং আবেগে ভরা অদ্ভুত পরিবেশ ঘৃণা এবং অপরাধীকরণে ভরা পরিবেশে পরিণত হয়।

উপনিবেশ স্থাপন আমাদের নিজস্ব জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আমাদের বিরুদ্ধে পরিণত করেছে।

আরেকটি সত্য হল যে আমরা, সমকামী এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় হিসাবে, ঘৃণা এবং অপরাধীকরণের এই স্থিতাবস্থা আর গ্রহণ করব না। আমরা আমাদের গ্রহণযোগ্যতা, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করছি। কিন্তু আমরা এটা কিভাবে করব? ঠিক আছে, প্রথম পদক্ষেপটি হল আমাদের ইতিহাসগুলি বোঝা, আমাদের সমকামী এবং ট্রান্স পূর্বপুরুষদের দেখতে কেমন ছিল তা বোঝা। এটাই এই সম্পদের মূল বিষয়।

এই সম্পদটি আপনার জন্য-কুইয়ার এবং ট্রান্স সাউথ এশিয়ানদের জন্য। এর লক্ষ্য হল আমাদের আদিবাসী ইতিহাসে আপনাকে এবং আপনার পরিচয়কে নিশ্চিত করা।

এই সম্পদটি আমাদের চারপাশের-আমাদের জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যও। এটা তাদের বুঝতে হবে যে, সমকামী এবং রূপান্তরকামী হওয়া কোনও "সাদা মানুষের জিনিস" নয়; আসলে, এটি এমন কিছু যা আমাদের কাছে দেশীয়।

এই উৎসটিতে আমরা যে ইতিহাস এবং পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেছি তা বর্জনমূলক নয়। এই নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের কাছে উপলব্ধ কিছু সম্পদের মাধ্যমে দূর থেকে এই ইতিহাসগুলি বোঝার জন্য এটি আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আমরা স্বীকার করি যে ইতিহাসগুলি তাদের দ্বারা

সীমাবদ্ধ নয়; তারা একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ, কারণ আমাদের ইতিহাস সীমাহীন এবং বহুমুখী। সম্পদে প্রবেশ করার আগে, আমরা কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় এবং স্বীকৃতি দিতে চাই। প্রথমত, আমাদের লক্ষ্য হল যতটা সম্ভব আমাদের দেশীয় পরিভাষা ব্যবহার করা। যাইহোক, তুলনা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমষ্টিগত বিষয়গুলির জন্য, আমরা কুইয়ার এবং ট্রান্সের মতো পশ্চিমা শব্দগুলি ব্যবহার করব। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের কেন্দ্রীভূত করছি।

আমরা আওতিয়ারোয়ার টাঙ্গাটা, আইভি মাওরিকে স্বীকার করি। বিশেষ করে, আমরা ওয়াইকাটো তাইনুইকে স্বীকার করি, যার ভূমি অধিকার আওতিয়ারোয়া ভিত্তিক, এবং যার প্রতিরোধ ও ধৈর্যের ইতিহাস আমাদের কাছে অনেক প্রশংসনীয়। এটা আমাদের উপর হারিয়ে যায়নি যে আমরা এখানে কেবল আপনার উদারতার কারণে এসেছি। তে তিরিতি ও ওয়েতাঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সর্বদা মিত্র থাকব।

এই সংস্থানটির পর্যালোচনা, সম্পাদনা এবং সূক্ষ্মতার জন্য আমরা কিরণ প্যাটেল এবং ডঃ কায়াত্রি দিবাকালাকে অভিনন্দন জানাই। তারা উভয়ই শব্দ-গুপ্ত, এবং আমরা তাদের তীক্ষ্ণ চোখ এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য কৃতজ্ঞ। আমরা ভাগ্যবান যে এই ধরনের অনুপ্রাণিত, যোগ্য এবং পরিবর্তনমুখী মানুষ অধিকার আওতিয়ারোয়ার সঙ্গে যুক্ত।

তাদের অত্যাশ্চর্য শিল্পকর্ম আমাদের ব্যবহারের জন্য আমরা শোমদ্রো দাসকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কাছে, শোমুদ্রোর টুকরোটি অদ্ভুত এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করে। যখন আমরা প্রথম এটি দেখি তখন আমরা একেবারে উড়ে গিয়েছিলাম এবং অবিলম্বে জানতাম যে এটি এই সংস্থানটির থিমের সাথে ভালভাবে কাজ করবে। শোমুদ্রো, আমরা আপনাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা আমাদের উদার তহবিলদাতা, জাতিগত সম্প্রদায় মন্ত্রক এবং রুল ফাউন্ডেশনকে স্বীকৃতি জানাই। জাতিগত সম্প্রদায় উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে আমাদের এই সম্পদের জন্য অর্থ সরবরাহ করা হয়েছিল। আমরা এই সমর্থনকে স্বীকার করি এবং আন্তরিকভাবে এর প্রশংসা করি।

রুল ফাউন্ডেশন হল রয়্যাল নিউজিল্যান্ড এয়ার ফোর্সের পাইলট পিটার রুলের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা, যাকে তার পছন্দের চাকরি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং সমাজ তাকে সমকামী বলে যে লজ্জা দেখিয়েছিল তার কারণে অবশেষে আত্মহত্যা করেছিল। পিটার রুলের গল্পের একটি ভিন্ন সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল; এমন একটি সমাপ্তি যেখানে তিনি প্রেম, আবেগ এবং উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, এমন একটি সমাপ্তি যেখানে তিনি নিজেই হতে পেরেছিলেন। আমরা যে কাজ করি তাতে পিটারের স্মৃতি

অবিস্মরণীয়। আমরা তার মতো গল্পগুলির জন্য এবং বিশেষত জাতিগত এলজিবিটি + সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য যা করি তা করি, যাতে তারা তাদের জীবনযাপন করতে পারে। এই দুটি সংস্থার অনুদান ছাড়া এই কাজটি সম্ভব হত না। আমরা আন্তরিকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

দৃশ্য নির্ধারণ করা: ঔপনিবেশ স্থাপনের আগে দক্ষিণ এশিয়ার কুইর এবং ট্রান্স পিপল

এই অধ্যায়ে, আমরা উপনিবেশ স্থাপনের আগে দক্ষিণ এশিয়ায় সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানুষের জীবন কেমন ছিল তা একবার দেখে নেব। আমরা কয়েকটি কারণে এটি করবো। প্রথমত, আমাদের ইতিহাস অন্বেষণ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে হোমোফোবিয়া, ট্রান্সফোবিয়া এবং কুইরফোবিয়া ঔপনিবেশিক আমদানি; তারা আমাদের ইতিহাসের অংশ নয়। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের একটি লক্ষ্য দেয়। যেমনটি আমরা নীচে আলোচনা করব, সেই দিনগুলিতে সমকামী এবং রূপান্তরকামীদের জন্য সবকিছুই রংধনু এবং রোদ ছিল না। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা যে স্তরের গ্রহণযোগ্যতার মুখোমুখি হয়েছিলাম তা এখন আমরা যা সম্মুখীন হচ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। লক্ষ্য হল আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গ্রহণযোগ্যতার এই ইতিহাসগুলি পুনরুদ্ধার করা, এবং আমাদের জন্য, দক্ষিণ এশীয় কুইর এবং ট্রান্স মানুষ হিসাবে, আমাদের অতীতকে পুনরুদ্ধার করা।

তৃতীয়ত, যেমন আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি, এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এবং বিশ্ব আমাদের ইতিহাস জানি, কারণ আমাদের ইতিহাস দেখায় যে সমকামী এবং রূপান্তরকামী পরিচয় "সাদা মানুষের জিনিস" নয়। কুইয়ার এবং ট্রান্স সাউথ এশিয়ানরা শুরু থেকেই রয়েছে। ইউরোপীয়দের দ্বারা দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের আগে, দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্ন যৌনতা এবং লিঙ্গ গ্রহণ করা হত। প্রকৃতপক্ষে, মুঘল সাম্রাজ্যের সময়কালে ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এই ধরনের বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় বৈষম্যের প্রমাণও পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। এটি আমাদের বুঝতে পরিচালিত করে যে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাক-উপনিবেশবাদে সমকামী বা রূপান্তরকামী হওয়া ভাল হিসাবে দেখা হত, এবং এমনকি সম্মানিত হিসাবে যেমন আমরা পরে আলোচনা করব।

এই গ্রহণযোগ্যতা আমাদের ইতিহাসের অনেক অংশেই দেখা যায়। আমরা নীচে কয়েকটি সম্পর্কে কথা বলব। এটি করার আগে, আমরা এই বিষয়টি বলতে চাই যে যদিও আমাদের পরিচয়ের ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তার অর্থ এই নয় যে আধুনিক যুগে এই ধরনের পরিচয়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অস্তিত্ব নেই। আমাদের সম্প্রদায়গুলি তীব্র বৈষম্য এবং সহিংসতার মুখোমুখি হয় এবং এই গ্রহণযোগ্যতার গল্পগুলি কোনওভাবেই সম্প্রদায়ের যে ক্ষতির মুখোমুখি হয় তা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নয়।

এই স্বীকৃতি ছিল...

...আমাদের উপমহাদেশের মন্দিরগুলিতে খোদাই করা

কুইয়ার এবং রূপান্তরকামী মানুষের খোদাই সহ মন্দির বা গুহা খুঁজে পেতে আপনাকে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ জুড়ে এতদূর ভ্রমণ করতে হবে না। এই মন্দিরগুলির মধ্যে কয়েকটি 885 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরনো, যার অর্থ আমাদের অদ্ভুত এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় অস্তিত্ব 1000 বছরেরও বেশি পুরানো। ভারত ও শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া এই খোদাইগুলি সমকামী এবং রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের বেশ কয়েকটি সমকামিতামূলক কাজে জড়িত থাকার চিত্র তুলে ধরেছে। এর মধ্যে রয়েছে মহিলারা একে অপরকে আলিঙ্গন করা, পুরুষরা একে অপরের থেকে মাথা নাড়ানো এবং দলবদ্ধ আয়োজন-আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ছিলেন, তাই না?

... আমাদের পূর্বপুরুষদের কবিতায় বলা হয়েছে

আমাদের পূর্বপুরুষরাও তাঁদের যৌন ও লিঙ্গ বৈচিত্র্য নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলি লিখিত পাঠ্যের পাশাপাশি আমাদের মৌখিক ইতিহাসের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সমকামী কবিতার অন্যতম জনপ্রিয় রূপ ছিল রেখতি নামে পরিচিত একটি উর্দু রূপ, যা প্রায়শই নারীবাদী স্বরে এবং বেশ যৌনভাবে স্পষ্ট। এই কবিতার কিছু অংশে, ডোগানা শব্দটি একজন মহিলার দ্বারা তার মহিলা প্রেমিককে সম্বোধন করার শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে চপ্তি শব্দটি, যা ঘষা/আঁকড়ে ধরে অনুবাদ করা যেতে পারে, সমকামী যৌনতা বর্ণনা করার জন্য একটি শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই কবিতাগুলি পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে।

... আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পুরাণে বলা হয়েছে

দক্ষিণ এশিয়া ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি মিশ্রণপাত্র ছিল এবং রয়েছে। আমাদের সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতি কোনও না কোনও সময়ে আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা রাম যখন নির্বাসনের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন অযোধ্যার জনগণ তাঁকে বিদায় জানাতে অনুসরণ করে। রাজা রাম পুরুষ ও মহিলাদের অযোধ্যায় ফিরে যেতে বলেন। যাইহোক, 14 বছরের নির্বাসনের পর যখন তিনি অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন তিনি নদীর তীর অতিক্রম করতে সেখানে লোক খুঁজে পান । বিভ্রান্ত হয়ে, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে যখন তিনি তাদের অযোধ্যায় ফিরে যেতে বলেছিলেন তখন তারা কেন থেকে গেল। তারা বলেছিল যে পুরুষ ও মহিলারা অযোধ্যায় ফিরে এসেছিল, কিন্তু তারা কেউই ছিল না (তারা হিজরা/আন্তঃলিঙ্গ ছিল) বলে তারা থেকে যায়। তাদের উৎসর্গীকরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজা রাম তাদের আশীর্বাদ করেন। রামের আশীর্বাদ হ 'ল অন্যতম কারণ যা বিবেচনা করা হয় যে হিজড়া নবজাতকদের বা অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ করতে সক্ষম হয়। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে 'হিজরা' শব্দটি সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করব।

কথাসরীৎসাগর নামে আরেকটি সংস্কৃত গল্পে, এক যুবতী, যে তৎক্ষণাৎ অন্য মহিলার দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের সম্পর্ককে "স্বয়ম্বর সখী" হিসাবে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ স্ব-নির্বাচিত মহিলা বন্ধু। পাশ্চাত্য ভাষায়, এটিকে সমকামী সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

হিন্দু পুরাণে, কুইয়ার এবং ট্রান্স-নেস সম্পর্কে কয়েকটি গল্প রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী আয়াপ্পায় বলা হয়েছে, ভগবান শিব এবং ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে সমকামী সম্পর্ক থেকে একজন পুরুষ দেবতার জন্ম হয়েছিল। একইভাবে, হিন্দু দেবতাদের মধ্যেও অ্যান্ড্রোজিনিয়াস এবং আন্তঃলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন অর্ধনারীশ্বর। (which translates to half man and half woman).

ইসলামে, ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ, মহিলা, আন্তঃলিঙ্গ (খুনসা) এবং প্রতিভাবান পুরুষ সহ চার থেকে পাঁচটি লিঙ্গ এবং লিঙ্গ স্বীকৃত ছিল। (mukhannath). সুতরাং, সমসাময়িক ইসলাম দ্বৈত পুরুষ ও নারীর লিঙ্গ ও যৌন ভূমিকাকে কেন্দ্রীভূত করলেও, ঐতিহাসিক ইসলাম অবশ্যই লিঙ্গ ও লিঙ্গের বহুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমাদের বইয়ে বলা হয়েছে

আমাদের লিখিত গ্রন্থে কুইয়ার এবং রূপান্তরকামীদের গল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপরে আলোচিত কিছু সংস্কৃত মহাকাব্য সহ এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যাইহোক, আমরা জানি যে একটি গ্রন্থ আছে যা বিশেষভাবে বিখ্যাতঃ কামসূত্র। কামসূত্র 400 খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে 200

খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল, যা ইঙ্গিত করে যে এটি যে পরিচয় এবং কাজগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে তা প্রায় 2000 বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। যদি এটি আমাদের না বলে যে আমাদের পরিচয়গুলি প্রাচীন, আমরা জানি না কী হবে। লেখক, বৎসায়ন, তৃতীয় লিঙ্গ বিভাগ, তৃতীয়া প্রকৃতি সম্পর্কে কথা বলেছেন। যদি তৃতীয়া প্রকৃতি কোনও মহিলার রূপ নেয়, তবে তারা স্ত্রিরূপিনী নামে পরিচিত। (which, in Western terms, could be a transgender woman). যদি তৃতীয়া প্রকৃতি একজন পুরুষ মানুষের রূপ নেয়, তবে তারা পুরুশুপিনী নামে পরিচিত। কামসূত্র অদ্ভুততার/ কুইয়ার এর কথাও বলে-এটি একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় অপরিষ্টককে (মৌখিক যৌনতা) উৎসর্গ করে যার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে যে এটি পুরুষদের মধ্যে ছিল! এটি জোর দেয় যে এটি সম্ভবত একটি বেশ সাধারণ যৌন অনুশীলন ছিল।

ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ সম্বলিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বিনয় পিটক থেকে জানা যায় যে, পুরুষ ও নারীর বাইরে ভগবান বুদ্ধ আরও দুটি লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের কথা বিবেচনা করতেন। প্রথমটি, উভাতোব্যারিজানাক, এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যাদের পুরুষ এবং মহিলা উভয় বৈশিষ্ট্য ছিল। (perhaps, in Western terms, someone who is intersex). দ্বিতীয়টি, পাণ্ডক, এমন লোকদের উল্লেখ করেছিলেন যারা পুরুষ ছিলেন কিন্তু তাদের যৌন প্রকৃতির ঘাটতি ছিল এবং তাদের আরও শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উসসুয়াপণ্ডক এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি অন্য পুরুষের বীর্য গ্রহণের মাধ্যমে যৌন সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন। ওপাক্কমিকপাণ্ডক এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যার অণ্ডকোষ অপসারণ করা হয়েছিল। পাখপাণ্ডক এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি চাঁদের পর্যায়গুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যৌন উত্তেজনায় জেগে উঠেছিলেন! সবশেষে, একজন নাপুমসকপাণ্ডক, এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যার কোনও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত যৌনাঙ্গ ছিল না (in Western terms, intersex)।

... আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে

রক্ষণশীল ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, আমাদের উপমহাদেশের অনেক ধর্মই সমকামীতা এবং ট্রান্স-নেসের গ্রহণযোগ্যতা প্রদর্শন করেছে এবং এখনও প্রদর্শন করে।

জৈন ধর্ম একজনের জীববিজ্ঞান এবং তাদের পরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করে। এইভাবে, এটি লিঙ্গের পার্থক্যকে জৈবিকভাবে সংজ্ঞায়িত (দ্রাব্যলিঙ্গ) এবং লিঙ্গকে সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত হিসাবে দেখে। (Bhavalinga). লিঙ্গ এবং লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য প্রায়শই পশ্চিমা চিকিৎসা তত্ত্বের ফল হিসাবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বের প্রাচীনতম জৈন ধর্ম কিছু সময়ের জন্য এই পার্থক্য দেখেছে।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মগুলি ঐতিহাসিকভাবে লিঙ্গকে তিনটি উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছে, যার কোনওটিই নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয়ের উল্লেখ করে না। প্রথমটি, পুরুষ, যৌন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। (for example, a penis or vagina). দ্বিতীয়টি, স্ত্রি, ইঙ্গিত করে যে একজনের প্রজনন করার ক্ষমতা ছিল। তৃতীয়ত, নাপুমসাকা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে কেউ নপুংসক। লিঙ্গ নির্ধারণের এই বিভিন্ন উপায়গুলি দেখায় যে দ্বৈত লিঙ্গ একমাত্র উপায় নয় যা সমাজ তা করতে পারে, বিশেষত যেমন আমরা বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে এটি দেখতে পাচ্ছি। ভুটানের বিশিষ্ট বৌদ্ধ শিক্ষক জংসার খিয়েন্তসে রিনপোচে লিঙ্গ এবং যৌন বৈচিত্র্যের বিষয়ে বৌদ্ধদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে নিম্নলিখিত কথা বলেছেনঃ "আপনার যৌন অভিমুখের সাথে সত্য বোঝার বা না বোঝার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি সমকামী হতে পারেন, আপনি লেসবিয়ান হতে পারেন, আপনি বিষমকামী হতে পারেন-আমরা কখনই জানি না যে কে প্রথমে আলোকিত হবে। সহনশীলতা ভালো কিছু নয়। আপনি যদি এটি সহ্য করেন তবে এর অর্থ হল যে আপনি মনে করেন এটি এমন কিছু ভুল যা আপনি সহ্য করবেন। কিন্তু আপনাকে এর বাইরেও যেতে হবে-আপনাকে সম্মান করতে হবে।

আমাদের ভাষায় বলা

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অংশে সমকামী বা রূপান্তরকামী হওয়ার প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য ভাষা রয়েছে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ভাষা সম্পর্কে আরও কথা বলব, তবে একটি টিজার হিসাবে, কিছু উর্দু অভিধান একজন মহিলার স্ব-নির্বাচিত প্রাথমিক মহিলা বন্ধু (পশ্চিমা ভাষায়, একজন লেসবিয়ান মহিলার বান্ধবী/অংশীদার) নির্দেশ করতে ডোগানা এবং জানাখি শব্দগুলিকে বোঝায়। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অংশের নিজস্ব নির্দিষ্ট পরিভাষা নেই, তবে এর পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে পরিভাষা ধার করা হয়েছে-সর্বোপরি, উপমহাদেশের একটি ভাগ করা ইতিহাস রয়েছে, তাই এটি বোধগম্য। এটিও লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলা ও তামিলের মতো আমাদের অনেক ভাষা লিঙ্গভিত্তিক নয়।

এটি কোনও ইউটোপিয়া ছিল না, তবে...

যেমনটি আমরা এখন পর্যন্ত জোর দিয়ে বলেছি, কুইয়ার এবং ট্রান্স পরিচয়ের একটি সাধারণ

গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই ছিল। এমনকি নিপীড়ন এবং বৈচিত্র্যের অননুমোদিততার সময়কালেও, যেমন যখন মুঘল সাম্রাজ্য দক্ষিণ এশিয়ার একটি ন্যায্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, তখনও সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানুষদের আইনি বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি। এই সময়কালে কিছু সম্রাট এবং নেতাদের সমকামী বলে গুজব ছড়িয়েছিল এবং কোনও নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়নি। আমরা দেখেছি কিছু মানুষ উপনিবেশ স্থাপনের আগে দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গহীন সমাজের কথা বলে। যদিও আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে এটি হয়েছিল, এবং আমরা জানি যে দক্ষিণ এশীয় সমাজগুলি প্রাথমিকভাবে দ্বৈত পুরুষ এবং মহিলা লিঙ্গ এবং লিঙ্গকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছিল। তবুও, দ্বৈত লিঙ্গ এবং লিঙ্গকে উচ্চতর বা "স্বাভাবিক" উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হত না। সমাজ যেভাবে গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে যৌন ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এমন একটি বহুত্ব ছিল যা প্রত্যেককে যেমন ছিল তেমন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম করেছিল।

দ্য বিগ "সি" শব্দঃ উপনিবেশ স্থাপন

যখন দক্ষিণ এশিয়ায় ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখন তারা তাদের সাথে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ধারণা নিয়ে এসেছিল। তারা ভেবেছিল যে লিঙ্গ এবং লিঙ্গের অর্থ কেবল পুরুষ এবং মহিলা হতে পারে এবং বিষমকামীতা হ'ল একমাত্র উপযুক্ত উপায়। বহু শতাব্দী ধরে, উপনিবেশবাদ আমাদের সম্প্রদায় এবং পরিবারের কাছ থেকে প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্যতাকে বৈষম্য এবং সহিংসতায় রূপান্তরিত করেছে যা আমরা প্রায়শই একবিংশ শতাব্দীতে সম্মুখীন হই।

উপনিবেশবাদের কুয়ের বিরোধী এবং ট্রান্স অনুভূতি প্রায়শই আইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হত। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশরা ভারতে "ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আইন 1861" প্রবর্তন করে, যা কার্যকরভাবে পুরুষ সমকামী ঘনিষ্ঠতাকে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ করে তোলে। শ্রীলঙ্কায় ব্রিটিশরা একই ধরনের আইন জারি করেছিল। 1995 সালে, স্বাধীনতা-পরবর্তী শ্রীলঙ্কার আইন প্রণেতারা রায় দিয়েছিলেন যে আইনটি বৈষম্যমূলক ছিল, তবে আপনি যে কারণগুলি ভাবতে পারেন তার জন্য নয়। তারা একটি বিধানে যোগ করেছে যা মহিলা সমকামী ঘনিষ্ঠতাকেও অপরাধ হিসাবে গণ্য করে।

এর মধ্যে কিছু সমকামী যৌনতা বিরোধী আইন বাতিল করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নেপাল 2007 সালে, ভুটান 2021 সালে এবং ভারত 2018 সালে এগুলি বিলুপ্ত করে। তবে, এই নিপীড়নমূলক আইনগুলি বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় অক্ষত রয়েছে। আফগানিস্তান এবং মালদ্বীপে প্রথার ভিত্তিতে আইনের ভিত্তিতে সমকামী ঘনিষ্ঠতা অবৈধ।

অন্যান্য আইনগুলি যৌনতা এবং লিঙ্গ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধারণাগুলি প্রকাশ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশরা ভারতে ফৌজদারি উপজাতি আইন 1871 পাস করে, যা হিজড়াকে দমন করতে সক্ষম করে। এই আইনে হিজড়াদের নিবন্ধিত করা, নিজেদের উপর নজরদারি করার অনুমতি দেওয়া এবং তাদের জন্মের দিন থেকেই "অপরাধী উপজাতির" অংশ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীলঙ্কায়, ব্রিটিশরা 1841 সালে ভ্যাগ্রেন্টস অধ্যাদেশ পাস করে, যা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে রূপান্তরকামী মহিলাদের গ্রেপ্তার ও আটক করত। 1852 সালে ভারতে পাস হওয়া আরেকটি আইনের অর্থ ছিল যে, হিজড়ারা তাদের জমি বা বাসস্থান বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, অন্তত মুম্বাই এলাকায়। মনে রাখবেন, প্রাক-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ায় এই আইনগুলির কোনও সমতুল্য নেই।

এই ঔপনিবেশিক ধারণাগুলি প্রকাশের আরেকটি উপায় ছিল বই নিষিদ্ধ করা, পুনর্লিখন করা এবং পুড়িয়ে ফেলা। দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ জুড়ে, উপনিবেশবাদীরা নিষিদ্ধ করেছিল এবং

যে বইগুলিকে তারা "নোংরা" বলে মনে করত সেগুলি থেকে মুক্তি পেয়েছিল, বিশেষত যেগুলি, যেমন আগে আলোচনা করা হয়েছিল, সেগুলি সমকামী বা অদ্ভুত এবং ট্রান্স বিষয়বস্তুতে ভরা ছিল। তারা মুঘল যুগে লিখিত কবিতাও পুনর্লিখন করেছিল যার বিষয়বস্তু ছিল সমকামিতা। সুতরাং, উপনিবেশবাদ কিছু কাজ করেছিল। এটি আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে আমাদের অস্বাভাবিক এবং বিদেশী হিসাবে দেখতে বাধ্য করেছিল, যার ফলে আমরা নিজেদেরকে অস্বাভাবিক এবং বিদেশী হিসাবে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম। এটি ঐতিহ্যগতভাবে গ্রহণযোগ্য পরিবেশকে হোমোফোবিক, ট্রান্সফোবিক এবং ইন্টারফোবিক করে তোলে।
সত্যি কথা বলতে, আমাদের কিছু পরিচয় এখনও সেই দিনের মতো দেখা হয়, তাই আমরা বলতে পারি না যে উপনিবেশবাদ আমাদের সম্প্রদায়গুলি আমাদের দেখার উপায়কে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও হিজড়ারা বৈষম্যের মুখোমুখি হতে থাকে, তারা ঐতিহাসিকভাবে মানুষকে আশীর্বাদ করার দক্ষতার জন্য সম্মানিত ছিল এবং এই শ্রদ্ধা আজও বিদ্যমান।

আমাদের পরিচয়

সম্পদের এই অংশে, আমরা কুইয়ার এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান বিভিন্ন পরিচয়ের দিকে নজর রেখেছি। শুরু করার আগে, আমরা কয়েকটি নোট তৈরি করতে চাই। নীচে আমরা যে পরিচয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যে কিছু শব্দ ব্যবহার করে যা তৃতীয় পক্ষগুলি কুইয়ার এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয়দের বলে উল্লেখ করেছে। কিছু পরিচয় এমন শব্দ ব্যবহার করে যা আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহার করতেন। কিছু পরিচয় এমন শব্দ ব্যবহার করে যার অবমাননাকর অর্থ ছিল কিন্তু এখন তা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে।

এছাড়াও, এই বিভাগটি কুইয়ার এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় পরিচয়ের একটি সম্পূর্ণ তালিকা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ আমরা নিশ্চিত যে এমন কিছু আছে যা আমরা মিস করেছি। আরেকটি প্রসঙ্গে, আমাদের জন্য এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পদগুলির মধ্যে কিছু আমাদের জন্য পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা বেশ কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, সমকামী বা ট্রান্সের লেবেলটি দক্ষিণ এশীয় শব্দের সাথে খুব ভালভাবে খাপ খায় না। এই তো ঠিক আছে। আমাদের ভাষা এবং পরিভাষাগুলির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে এবং আমাদের তা মেনে নিতে হবে। আমরা আরও বলতে চাই যে আমরা পরিচয় সম্পর্কে এই বিভাগটি সরবরাহ করছি যাতে আমরা সেই ভাষাটি বুঝতে পারি যা আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের লিঙ্গ, লিঙ্গ এবং যৌনতা বর্ণনা করতে ব্যবহার করতেন। আমরা এই পরামর্শ দেওয়ার জন্য এটি করছি না যে আমাদের সকলের এই ভাষায় ফিরে যাওয়া উচিত (যদিও আপনি চাইলে কিছুই আপনাকে থামাতে পারবে না) এবং পশ্চিমা শব্দগুলি বাদ দেওয়া উচিত। আমরা বুঝতে পারি যে কুইয়ার এবং ট্রান্স সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনিবেশবাদের অবসান নিয়ে একটি বড় বিতর্ক রয়েছে এবং অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন যে এর অর্থ আমাদের নিজস্ব আদিবাসীদের পরিবর্তে পশ্চিমা লেবেলগুলি পরিত্যাগ করা দরকার। আমরা এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হল আমাদের সম্প্রদায় কীভাবে চায় তা স্ব-সংজ্ঞায়িত করতে পারে। যদি তারা তাদের নিজস্ব দেশীয় ভাষা ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সেটা দারুণ। যাইহোক, যদি তারা কুইয়ার এবং ট্রান্স-এর মতো পশ্চিমা শব্দগুলি ব্যবহার করতে চায়, কারণ এই শব্দগুলির তাদের কাছে অর্থ রয়েছে, তবে এটি সমানভাবে দুর্দান্ত। আমরা মনে করি যে আমাদের দেশীয় শব্দের মতো, কুইয়ার এবং ট্রান্সের মতো পশ্চিমা লেবেলগুলি সুন্দর। আমাদের সম্প্রদায় তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এমন অন্যান্য আদিবাসী ভাষার অনুপস্থিতিতে প্রায়শই তাদের স্ব-অনুভূতি বর্ণনা করতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছে এবং আমরা সেটিকে সম্মান করি।

কুইয়ার এবং ট্রান্স দক্ষিণ এশীয় পরিচয় বর্ণনা করতে ব্যবহৃত শব্দগুলি সম্পর্কে আমরা যে আকর্ষণীয় জিনিসটি খুঁজে পেয়েছি তা হল প্রায়শই, এই শব্দগুলি লিঙ্গ, লিঙ্গ, যৌন বৈশিষ্ট্য এবং যৌন অবস্থানকে (উদাহরণস্বরূপ, উপরে বা নীচে) একই সময়ে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে! আমাদের ভাষা অত্যন্ত অনন্য যে একটি শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
আমরা যখন নীচের পরিচয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা দেশ-দেশ লেন্স ব্যবহার করে তা করতে যাচ্ছি, কারণ এটি গঠন করার একটি সহজ উপায়। আমরা এগুলি হিজরা ছাড়া সমস্ত পরিচয়ের জন্য করি, কারণ এটি একটি পরিচয় যা সীমানা অতিক্রম করে। যখন আমরা ঐতিহাসিক এবং আধুনিক শব্দের মধ্যে পার্থক্য করি, তখন তা আধুনিক শব্দের অর্থ হ্রাস করার জন্য নয়। প্রায়শই, আধুনিক শব্দগুলি সহস্রাব্দ ধরে থাকার উপায়গুলি প্রতিফলিত করে।

হিজরা

হিজরা একটি ছাতা শব্দ যা আন্তঃলিঙ্গ, রূপান্তরকামী এবং/অথবা নপুংসক ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে, এটি লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লিঙ্গকে যুক্ত করে। এই শব্দটি ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশ জুড়ে ব্যবহৃত হয়।
হিজড়ারা নারী-উপস্থাপক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি, যার অর্থ তারা পুরুষ বা মহিলা হিসাবে চিহ্নিত হয় না। আমরা "তৃতীয় লিঙ্গ" শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ এটি আমাদের গবেষণা আমাদের যা বলেছে তা প্রতিফলিত করে, তবে আমরা এটাও স্বীকার করি যে এটি একটি অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শব্দ। হিজরাকে জন্মের সময় পুরুষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়।
উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সংস্কৃত পুরাণে হিজড়াকে তাদের আনুগত্য এবং অবিচলতার জন্য ভগবান রামের কাছ থেকে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই আশীর্বাদগুলির মধ্যে রয়েছে নববিবাহিতদের উর্বরতা প্রদান করা এবং 'বধাই' নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ায় নবজাতকদের আশীর্বাদ করা।
যে হিজড়াগুলি নির্বাণ (অস্ত্রোপচারের লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি) দিয়ে যায় সেগুলি আক্কভা নামে পরিচিত, আর যেগুলি হয় না সেগুলি সিব্রি নামে পরিচিত। কিছু হিজড়া রবিবার-সোমবার গলিস নামে পরিচিত হরমোনের পণ্য ব্যবহার করতে পারে। (pills).

আফগানিস্তান

শাখ এবং মুরাত এমন শব্দ যা কুইয়ার এবং ট্রান্স আফগান নিজেদেরকে সনাক্ত করে। তবে, এই

শব্দগুলির বেশিরভাগের মতো, শাখ এবং মুরাত সরাসরি কুইয়ার এবং ট্রান্স-এ অনুবাদ হয় না। শাখ একটি ফার্সি/দারি শব্দ যার অর্থ "শিং", এবং এটি এমন পুরুষদের বোঝায় যারা পুংলিঙ্গ এবং একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের চেয়ে বেশি মেয়েলি মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
মুরাত এমন একটি শব্দ যা ফার্সি শব্দ মর্দ (মানুষ) এবং ঔরতকে একত্রিত করে। (woman). এটি শব্দের উপর একটি নাটক এবং এমন একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করে যার পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের পরিচয় এবং অভিব্যক্তির মিশ্রণ রয়েছে।

বাংলাদেশ

আমাদের বন্ধু শোমুদ্রো যেমন উপরে ব্যাখ্যা করেছেন, এমন খুব বেশি বাংলা ভাষা নেই যা সমকামী বা রূপান্তরকামী হওয়ার বর্ণনা দেয়। এর কারণ এই নয় যে, আমাদের অস্তিত্ব বাংলাদেশে ছিল না, বরং বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক ভারতের অংশ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক ভারতে ব্যবহৃত অনেকগুলি পরিভাষা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়, উদাহরণস্বরূপ হিজড়া সহ।

ভুটান

2015 সালে, জংখা উন্নয়ন কমিশন, একটি সংস্থা যার লক্ষ্য জংখা (ভুটানি) ভাষার প্রচার ও সুরক্ষা করা, ভাষাটিতে নিম্নলিখিত পদগুলি প্রবর্তন করেছেঃ

Bisexual – ཟུང་སྤྱོ ར།

- Gay – མཚུངས་སྤྱོ ར།
- Intersex – མ་ནི ང།
- Lesbian – མོ ་སྤྱོ ར།
- Transgender – མཚན་སྒྱུར།
- Transvestite – སྤྱོ ད་སྒྱུར།
- Homosexuality – འདྲ་སྤྱོ ར།
- Homophobia – མཚུངས་སྤྱོ ར་ཞེན་ལོ ག།

ভারত

ভারতে, হিজরা শব্দটির অনেক ভৌগলিক রূপ রয়েছে যা তাদের নিজস্ব অনন্য পরিচয় গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে, জোগাপস/জোগটাস হল এমন মানুষ যাদের জন্মের সময় পুরুষ নিযুক্ত করা হয় যারা স্ত্রীলিঙ্গ উপস্থাপন করে এবং দেবী ইয়েল্লাম্মার পার্থিব প্রকাশ হিসাবে বিবেচিত হয়। তামিলনাড়ুতে, থিরুনাঙ্গাই, যার অর্থ "সম্মানজনক মহিলা", রূপান্তরকামী মহিলাদের বর্ণনা করে। তেলেগু ভাষায় হিজরাকে কোজ্জা বলা হয়। শিব-শক্তি এবং আরাবনী শব্দগুলিও ক্ষণস্থায়ীতার প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যবহৃত হয়।

নুপা মাইবি শব্দটির অনুবাদ "পুরুষ পুরোহিত" যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রূপান্তরকামী পুরুষ পুরোহিতদের বর্ণনা করে।

কোঠি শব্দটি এমন একজন নারীসুলভ পুরুষকে বোঝায় যিনি পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যৌনতায় গ্রহণযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ধুরানি একটি শব্দ যা কোচিন-এ বসবাসকারী কোঠি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি পাশ্চাত্য শব্দ ব্যবহার করে, আপনি এগুলিকে একটি ঝলকানি হিসাবে বর্ণনা করতে পারেন।

পান্থি এমন একজন পুরুষকে বোঝায় যিনি পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যৌনতার সময় শীর্ষে থাকেন। তাদের "পুরুষালি" হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং তারা নিজেদেরকে পুরুষালি ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে।

আরও অনেক প্রাচীন শব্দ রয়েছে যা আমরা দেখেছি, কিন্তু আধুনিক ভারতে এগুলি কম ব্যবহৃত হয়। স্বৈরিনি শব্দের অর্থ স্বাধীন মহিলা এবং প্রায়শই একজন লেসবিয়ান মহিলাকে বোঝায়। একইভাবে, কিলবা শব্দটি সিসজেন্ডার সমকামী পুরুষদের বোঝায়। কামি শব্দটি উভকামী ব্যক্তিদের বোঝায়।

মালদ্বীপ

মালদ্বীপের ভাষায় আমাদের গবেষণা থেকে, যা ধিভেহি নামেও পরিচিত, নিম্নলিখিত শব্দগুলি কুইয়ার-এবং ট্রান্স-নেস বর্ণনা করেঃ

- Gay – ޑިވާބް

- Lesbian - ލެސްބިއަން
- Transgender - ޓްރާންސްޖެންޑަރ
- Bisexual - “ބައިސެކްޝުއަލް
- Queer – ކުއީރ

নেপাল

নেপালে অনেকগুলি বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যা কুইয়ার এবং/অথবা ট্রান্স হিসাবে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

মেতি শব্দটি ভারতের দার্জিলিং থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এটি এমন একটি বাক্যাংশ থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে যার অর্থ "নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করা"। মেটি একজন প্রতিভাবান পুরুষ যিনি যৌনতার সময় পুরুষ এবং নীচের অংশের প্রতি আকৃষ্ট হন। নীচে থাকা হ'ল মেটি হওয়ার মূল অংশ, কারণ তাদের লিঙ্গ অভিব্যক্তি সর্বদা মেয়েলি উপস্থাপনা হতে হবে না।

ফুলুমুলু শব্দটি এমন একটি শব্দ যা একই ধরনের সত্তাকে বর্ণনা করে এবং বেশিরভাগ নেপালের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। নেপালেও হিজড়া ব্যবহার করা হয়।

তাস শব্দটি এমন এক ব্যক্তিকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় যাকে জন্মের সময় পুরুষ নিযুক্ত করা হয়, যিনি পুরুষ হিসাবে উপস্থিত হন, যৌনতার সময় পুরুষ এবং শীর্ষস্থানীয়দের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাস হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল যৌনতার সময় তারা যে অনুপ্রবেশকারী ভূমিকা গ্রহণ করে।

নেপালি এবং এর উপভাষাগুলিতে আরও আধুনিক শব্দ তৈরি করা হয়েছে, যা সমকামী এবং ট্রান্স হওয়ার পশ্চিমা ধারণাকে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপঃ

- সমকামী-পুরুষ সামলিঙ্গ,

- সমকামী-মহিলা সামলিঙ্গ।
- উভকামী-ডুয়িলিঙ্গি,

- আন্তঃলিঙ্গ-আন্তার্লিঙ্গি,

• ট্রান্সজেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ-টেস্রো লিঙ্গি।

পাকিস্তান

উর্দু শব্দ রয়েছে যা পাকিস্তানে কুইয়ার এবং ট্রান্স হওয়ার বর্ণনা দেয়। খাজা সারা শব্দটি একটি ছাতা শব্দ যা হিজড়া, রূপান্তরকামী মহিলা এবং নপুংসকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি হিজরার উর্দু সমতুল্য, এবং তারা বধাই সহ আমরা উপরে বর্ণিত অনেকগুলি একই ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলে (এবং ভারত) খুসরা শব্দটি খাজা সারাকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যদিও এটি প্রায়শই অবমাননাকরভাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক খুসরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের শারীরিক দেহ নারী আত্মার ফাঁদে আটকা পড়েছে এবং তাই তারা আরও মেয়েলি উপায়ে আচরণ ও আচরণ করে।

খুনসা মুশকিল শব্দটি এমন কাউকে বর্ণনা করে যাকে পুরুষ বা মহিলা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। পাশ্চাত্য ভাষায়, এটি অ্যান্ড্রোজিনসের সমতুল্য হতে পারে।

মুরাত/মুরাত শব্দটি পাকিস্তানেও ব্যবহৃত হয়। যেমনটি আমরা আফগানিস্তান বিভাগে ব্যাখ্যা করেছি, এই শব্দটি এমন লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে যাদের পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয় শক্তি রয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে এভাবেই প্রকাশ করে।

জেনানা শব্দটি পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী নারীসুলভ পুরুষদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার নাচ্চি সম্প্রদায় একটি আকর্ষণীয় এবং বহুমুখী গোষ্ঠী যা সহজ শ্রেণিবিন্যাসকে অস্বীকার করে। তাদের ইতিহাস সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, যা তাদের পরিচয়কে জটিল এবং তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। "নাচ্চি" শব্দটি সাধারণত শ্রীলঙ্কায় রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিছু নাচিচি ব্যাখ্যা করেন যে তারা আগের জীবনে নারী ছিলেন এবং তাদের বর্তমান পরিচয় এই অভিজ্ঞতার ফল। অনেকে লিঙ্গ নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না যেতে পছন্দ করে, পরিবর্তে তাদের স্ত্রীলিঙ্গ লিঙ্গগত বিষয়গততা উদযাপন করতে এবং তাদের জৈবিক "পুরুষত্বের" মূল দিকগুলিকে আলিঙ্গন করতে পছন্দ করে। পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত এবং পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট এমন নারীহীন পুরুষদের বর্ণনা করতে সমকামী সম্প্রদায়ও নাচ্চি শব্দটি ব্যবহার করে। নাচচি পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় এবং তাদের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক শিকড় বহু শতাব্দী আগের। উর্বরতার হিন্দু দেবীর সঙ্গে নাচচি সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন সম্পর্ক রয়েছে। নপুংসক হয়ে,

তারা একটি আধা-পবিত্র মর্যাদা অর্জন করে এবং নববিবাহিত এবং নবজাতকদের স্বাস্থ্য এবং উর্বরতা আশীর্বাদ করতে পারে। তামিল-ভাষী উত্তর প্রদেশে, ক্রস-ড্রেসিং সাংস্কৃতিক ফ্যাব্রিকের অংশ, যা পুরুষদের মধ্যে নারীত্বের ধারণাকে কম অপরিচিত করে তোলে।

কিছু রূপান্তরকামী পরামর্শ দিয়েছেন যে রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের সিংহলী শব্দ সামারিসি ব্যবহার করা উচিত। এটি পুশব্যাক পেয়েছে কারণ শব্দটি সমকামী সম্পর্ককে বর্ণনা করে। অন্যরা পরামর্শ দিয়েছেন যে সম্প্রদায়টি সংক্রান্তি শব্দটি ব্যবহার করে, যা সিংহলী ভাষায় রূপান্তরকামীকে অনুবাদ করে।

কৃতজ্ঞতার সাথে সমাপ্তি

সুতরাং, আমরা এখন এটি এখানে শেষ করছি! আমরা আশা করি আমরা আপনাকে দেখিয়েছি যে অদ্ভুত এবং ট্রান্স হওয়া কোনও "সাদা ব্যক্তির জিনিস" নয়; এটি খুব বেশি "বাদামী ব্যক্তির জিনিস", বা বরং একটি "মানুষের জিনিস"।
দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের আগে আমাদের পরিচয়কে ভালবাসত, গ্রহণ করত, লালন করত এবং কখনও কখনও শ্রদ্ধা করত। কিন্তু উপনিবেশবাদ এটিকে বদলে দিয়েছে। এটি আমাদের জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে পরিণত করে এবং সরাসরি ঘৃণা ও ক্রোধকে আমাদের পথে চালিত করে।
তবে এই ইতিহাস যা দেখায় তা হল যে এটি এইভাবে হওয়া উচিত নয়।
আমাদের জনগণ আবার আমাদের ভালবাসতে পারে, গ্রহণ করতে পারে এবং লালন করতে পারে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারা তা তখনই করতে পারবে যখন আমরা একটি অংশের পরিবর্তে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মাকে ভালবাসতে শুরু করব। আমরা আশা করি যে এই সম্পদটি আপনাকে দেখিয়েছে যে আমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তাদের সমাজগুলি একই সাথে যৌন বৈচিত্র্য, লিঙ্গ বৈচিত্র্য, জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় এবং ধর্মীয়ভাবে বৈচিত্র্যময় হওয়ার সাথে শান্তিতে ছিল। আসলে, তারা এর জন্য ভালবাসত। আমরাও সেখানে যেতে পারি।

আমরা আপাতত এটি সেখানে রেখে দেব, কিন্তু আমরা যাওয়ার আগে, আমরা আপনাকে কয়েকটি নিশ্চয়তা দিতে চাইঃ

-আমি কাউকে আমার সংস্কৃতি কেড়ে নিতে দেব না বা আমাকে বলব না যে আমার পরিচয় আমার জাতি বা ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমার সমকামী এবং রূপান্তরকামী পূর্বপুরুষরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন। তারা আমাকে নিয়ে গর্বিত।

- আমার পরিচয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে উঠেছে। এগুলি আদিবাসী ইতিহাসে, আমার জনগণের ইতিহাসে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

- আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাজ এবং ভালবাসার দ্বারা মুক্ত।

- আমি আমার সমস্ত অংশ এবং তাদের যে মূল্য রয়েছে তা গ্রহণ করি।

তথ্যসূত্র

চিন্তা করবেন না; আমরা এই সংস্থানটিতে তথ্য তৈরি করিনি-আমরা গবেষণা করেছি এবং এতে কী হয়েছে সে সম্পর্কে কঠোরভাবে চিন্তা করেছি। আমরা যে উৎসগুলির উপর নির্ভর করেছি তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলঃ

"Happiness and Harmonization – LGBT Laws in Bhutan" Salzburg Global Seminar <www.salzburgglobal.org>.

Ahmad Qais Munhazim "Afghan Muslim Aunties and Their Queer Gifts" (2023) 46(1) South Asia: Journal of South Asian Studies 206.

Akhilesh Pillalamarri "Afghanistan's Love-Hate Relationship With Homosexuality" (2016) The Diplomat <www.thediplomat.com>.

Alamgir "Khawaja Sara and Hijra: Gender and Sexual Identity Formation in Postcolonial Islamic Pakistan" (2023, Masters thesis, RMIT University).

Amit Gerstein ""So What Are You?": Nepali Third Gender Women's Identities and Experiences Through the Lens of Human Rights Development Discourse" (2020) 3 The GW Undergraduate Review 18.

Amit Kumar Singh "From Colonial Castaways to Current Tribulation: Tragedy of Indian Hijra" (2022) 40(2) Unisia 297.

An Ordinance to Provide a General Penal Code for Ceylon 1883.

Andrea Nichols "Dance Ponnaya, Dance! Police Abuses Against Transgender Sex Workers in Sri Lanka" (2010) 5(2) Feminist Crimonology 195.

Aruni Hemanthi Wijayath "Recognition of Transgender Community in Domestic Legal Regime: A Comparative Analysis between Sri Lanka and India" (2020) 1(1) KnowEx Journal of Social 41.

Bipasha Chakraborty "Vikriti Evam Prakriti: What seems unnatural, is natural" (2021) Honi Soit <honisoit.com>.

Buggery Act 1533.

Criminal Tribes Act 1871.

Dzongkha Development Commission (2015) <www.facebook.com>.

Gayathri Reddy *With Respect To Sex: Negotiating Hijra Identity In South India* (University of Chicago Press, 2005).

Hoshang Merchant *Yaraana: Gay Writing from South Asia* (Penguin Books India, 2010).

Jody Miller and Andrea Nichols "Identity, sexuality and commercial sex among Sri Lankan nachchi" (2012) 15(5/6) Sexualities 554.

John Leupold "To Be, or Not to Be, in Bhutan" (2016) The Gay and Lesbian Review <glreview.org>.

Kaushalya Ariyarathne "Priest, Woman and Mother: Broadening the Horizons through Transgender/nachchi Identities in Sri Lanka" (2022) 43(2) Sri Lanka Journal of the Humanities 19.

Kaushalya Ariyarathne "To be or Not to be Seen? Paradox of Recognition among Trans Men in Sri Lanka" (2021) 15 Masculinities Journal of Culture and Society 66.

Kenneth Ballhatchet *Race, Sex and Class under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and Their Critics, 1793-1905* (Weidenfeld and Nicholson, 1980).

Lopamundra Sengupta *Human Rights of the Third Gender in India: Beyond the Binary* (Routledge India, 2023).

Maura Reynolds "Kandahar's Lightly Veiled Homosexual Habits" (2002) Los Angeles Times <www.latimes.com>.

Offences against the Person Act 1861.

Pashtun Sexuality (Human Terrain Team (HTT) AF-6, Research Update and Findings).

Rohit Dasgupta *Digital Queer Cultures in India: Politics, Intimacies and Belonging* (Routledge India, 2019).

Ruth Vanita and Saleem Kidwai "Rekhti Poetry: Love between Women (Urdu)" in Ruth Vanita and Saleem Kidwai (eds) *Same-Sex Love in India: Readings in Indian Literature* (Palgrave MacMillian, 2000) 220.

Ruth Vanita *Queering India: Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society* (Routledge, 2002).

Saittawut Yutthaworakool "Understanding the Right to Change Legal Gender: A Case Study of Trans Women in Sri Lanka" (2020, Masters thesis, Global Campus Asia-Pacific).

Santhushya Fernando, Senel Wanniarachchi and Janaki Vidanapathirana *Montage of Sexuality in Sri Lanka* (UNFPA and College of Community Physicians of Sri Lanka, 2018).

Shakthi Nataraj "The Thirunangai Promise: Gender as a Contingent Outcome of Migration and Economic Exchange" (2022) 19 Anti-Trafficking Review 47.

Shraddha Chatterjee "Transgender Shifts: Notes on Resignification of Gender and Sexuality in India" (2018) 5(3) TSQ: Transgender Studies Quarterly 311.

Sushmita Gonsalves "A Constructed Sexuality: Re-Discovering the Jogappas of South and West India" (2022) 2(1) Skylines of Anthropology 45.

Swakshadip Sarkar "Dissecting Universality of Homosexual Identity Formation From West Bengal's Frame of Reference" (2020, unpublished paper).

UNDP and Williams Institute *Surveying Nepal's Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach* (Bangkok, 2014, UNDP).

Walter Penrose "Colliding Cultures: Masculinity and Homoeroticism in Mughal and Early Colonial South Asia" in Katherine O'Donnell and Michael O'Rourke (eds) *Queer Masculinities, 1550-1800: Siting Same-Sex Desire in the Early Modern World* (Palgrave Macmillan, 2006) 1550.